১১. বিশ্বাস

আমরা যা পাব বলে আশা করি তা যে আমরা পাবই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, এবং আমরা যা দেখতে পাই না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়াই হল বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে খুশি করা অসম্ভব। (ইব্রীয় ১১:১,৬)

মূল পাঠ: মথি ১৪:২২-৩৩

পিতর যখন পানির উপর দিয়ে যিশুর দিকে হেটেছিলেন, আপনি হলে কি তার সাথে হাঁটতেন? নাকি আপনি নিরাপদে নৌকায় বসে পিতরের উল্টাপাল্টা কাজ দেখে মাথা ঝুলাতেন? এই ঘটনাটিতে বিশ্বাসের বিভিন্ন পরিমান দেখানো হয়েছে: যিশুর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল তাই ঝড়-বাতাস সত্বেও তিনি পানির উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন; পিতরের বিশ্বাস কেবল পানির উপর দিয়ে অল্প সময় হাটার জন্য যথেষ্ট ছিল; অন্যান্য শিষ্যদের বিশ্বাস যিশুকে তাদেরকে নৌকায় নেবার জন্য যথেষ্ট ছিল, যদিও তারা তাকে ভূত ভূত ভেবে ভয় পেয়েছিল।

১. পিতরের কাজগুলি কি যুক্তিযুক্ত আর বিবেচনাপূর্ণ ছিল? পানির উপর দিয়ে হাটার জন্য তার কোন কারন ছিল না। এভাবে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা কি তার পক্ষে ঠিক ছিল?
২. আপনি কি এমন আর কোন ঘটনার কথা মনে করতে পারেন, যেখানে পিতর প্রথমে কাজ করে পরে চিন্তা করেছে?
৩. তার প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস থাকার বিষয়ে যিশুর যে চাহিদা ছিল তাকি তারা পূরণ করতে পেরেছিল? তাদের একজনেরও কি পরিপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল?
৪. পিতরের বিশ্বাসে কি ভুল হয়েছিল? সে কেন ডুবতে শুরু করে? আমরা কি কখনো এই একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হই? কিভাবে আমরা আমাদের বিশ্বাসের বাতি নিভে যাওয়া বন্ধ করতে পারি? আমাদের সন্দেহ কি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব?
৫. পিতরের "অল্প বিশ্বাসী" বলে মন্তব্য করা কি যিশুর পক্ষে ন্যয্য বিচার ছিল?
৬. কেন যিশু পিতরকে পানির উপর দিয়ে তার কাছে হেটে আসতে বলেছিলেন?

বিশ্বাস কি এবং কেন আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবো?

বাইবেলে বিশ্বাস হলো তিনটি বিষয়:

- বিশ্বস্ততা;
- "বিশ্বাস" আমরা যে নীতিমালা গুলোতে বিশ্বাস করি তার সমন্বয়ে গঠিত;
- যা দেখা যায় না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার বিশ্বাস।

বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন যে, বিশ্বাস ছাড়া তাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। (ইব্রীয় ১১:৬)। ঈশ্বরকে না দেখাতে পাওয়া সত্ত্বেও যারা তাকে খুজে পাবার প্রবল আকাঙ্খা প্রকাশ করে তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন।

বিশ্বস্ততা

বিশ্বস্থতা হলো নির্ভরযোগ্য এবং বাধ্য হওয়া - কেন কোন কিছুর সাথে দৃঢ় ভাবে লেগে থাকা তাথে যা থাকুক কপালে। নতুন নিয়মে আমরা যখন 'বিশ্বাস' শব্দটি পড়ি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বধ্যতার বুঝাতে তা ব্যবহার করা হয়েছে।

বাধ্যতা এবং বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চান যেন আমরা তার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হই, এবং কখনো তার বাধ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হই। এটি বিশ্বাসের এমন একটি দিক যা ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য আমাদের জীবনে থাকা একান্তই প্রয়োজন। বিশ্বস্ততা পবিত্র আত্মার ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম - এটি দেখায় যে ঐশ্বরিক স্বভাব আমাদের মধ্যে গড়ে উঠছে। (গালাতীয় ৫:২২)।

"বিশ্বাস"

যিশু তার শিষ্যদেরকে সারা পৃথিবীতে সত্য প্রচারের যে দ্বায়িত্ব দিয়েছেন সেই দ্বায়িত্ব এবং বিশ্বাসগুলো অন্তর্ভূক্ত হলো "সত্য", "বিশ্বাস" এবং "পথ"। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই বিশ্বাসগুলোকে আকড়ে ধরে থাকা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যা দেখতে না পাই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া

এটি হলো বিশ্বাসের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। বিশ্বসের বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে এটি সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় আসে। এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই দাউদ গলিয়াৎের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল, দানিয়েলের তিনজন বন্ধু নবূকদ্‌নিৎসরের মূর্তির সামনে নত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং যিশু আর পিতর পানির উপর দিয়ে হাটতে পেরেছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারা অনেক অস্বাধারন কজ করা হয়েছে, এবং এই ঘটনাগুলো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। যিশু মতে, কারো যদি শর্ষে দানার মত সামন্য বিশ্বাস থাকে, আর সে যদি একটা পাহড়কে এক যায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্য যায়গায় যেতে বলে তাহলে তা ঘটবে। এই বিশয়ের সারমর্মে তিনি বলেছেন যার বিশ্বাস আছে তার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয় (মথি ১৭:২০)।

তাই যদি হয় তাহলে কেন আজ আরো অনেক পহাড় এক যায়গা থেকে আরেক যায়গা সরছে না? তার মানে কি কারোই যথেষ্ট বিশ্বাস নেই? যোহন তার চিঠিতে লিখেছিলেন,

> ঈশ্বরের উপর আমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, তাঁর ইচ্ছামত যদি আমরা কিছু চাই তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন। যদি আমরা জানি, আমরা যা কিছু চাই তা তিনি শোনেন তবে এও জানি যে, আমরা তার কাছ থেকে যা চেয়েছি তা আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে (১যোহন ৫:১৪-১৫)।

সুতরাং এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। যিশু কখনোই পাহাড়কে সরাননি তবে আমরা জানি যে, অসংখ্য বিস্ময়কর কাজ করার মতো যথেষ্ট বিশ্বাস তার ছিল। কিন্তু ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন যিশু কেবল সেইসব অলৌকিক কাজই করেছিলেন। তিনি যখন গেৎশিমানীতে প্রার্থনা করছিলেন (মার্ক ১৪:৩৬), তিনি আকুলভাবে চেয়েছিলেন যেন তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে না হয়, কিন্তু তার বিশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিবর্তন করতে পারেনি। যিশু ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেন এবং মৃত্যুকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনি তার বিশ্বাস প্রদর্শন করেন।

পৌল ছিলেন এমন আরেকজন ব্যক্তি, যিনি মহৎ বিশ্বাস প্রদর্শন করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মার অনেক ফল পেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে তার "দেহে একটা কাঁটা" নিয়ে তাকে বেচে থাকতে হবে। (২ করিন্থিয় ৭-৯)।

বিশ্বাস কখনোই আমাদেরকে ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পিত ইচ্ছা পরিবর্তন করতে দেবে না। তবে যদি মানুষের বিশ্বাস না থাকত বাইবেলে উল্লিখিত অনেক ঘটনা কখনোই সম্ভব হতো না। নামান ময়লা যর্দান নদীতে ডুব দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তার যদি চেষ্টা করার জন্য যথেষ্ট বিশ্বাস না থাকত তাহলে তাকে সারা জীবন কুষ্ঠ রোগী হয়ে জীবন কাটাতে হত (২রাজাবলি ৫:৯-১৪)।

বিশ্বাসের বিভিন্ন অর্থ
বিশ্বস্ততা এবং বাধ্যতা মালাখি ২:১৪; গালাতীয় ৫:২২; রোমীয় ৩:৩।
কতগুলো মৌলিক ভিত্তিতে আস্থা স্থাপন করা "বিশ্বাস" প্রেরিত ৬:৭; ১৩:৮; ১৪:২২; গালাতীয় ১:২৩; ঈফিষীয় ৪:১৩; ফিলিপীয় ১:২৭; ১ তীমথি ৩:৯; ৪:১,৬; ২ তীমথি ৪:৭; তিত ১:১৩।
যা দেখা যায় না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আদিপুস্তক ১২:১-৪, ১ শমুয়েল ১৭:৪৫-৪৭; ২ বংশাবলি ২০:২০; দানিয়েল ৩:১৫-১৮; মথি ৮:৫-১৩; ৯:২, ২০-২২; ১৫:২১-২৮; ১৭:২০; ২১:১৮-২২; মার্ক ১৬:১৪; লূক ১৭:১২-১৯; যোহন ২০:২৬-২৯; প্রেরিত ১৪:৮-১০।

বিশ্বাস গড়ে তোলা

বিশ্বাস হলো আমরা যা দেখতে পাই না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া - এবং বিশ্বাস বিষয়টিকেও দেখা যায় না। কেউ বলতে পারে না "এখানে আধা কেজি বিশ্বাস আছে"। ঈশ্বর বলেছেন তিনি আমাদের বাইরের বিষয় দেখে বিচার করেন না, এবং এটি তারই

আরেকটি প্রমান। অন্যেরা কেবল আমাদের মধ্যে বিশ্বাস দেখতে পারে, যখন তা আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। অন্যেরা যদি তাদের বিশ্বাসের কারনে তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে, আমরা তা অনুস্বরণ করতে পারি:

> আমরা চাই না তোমরা অলস হও; আমরা চাই, যারা বিশ্বাস ও অটল ধৈর্যের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা করা আশীর্বাদের অধিকারী হয় তোমরা তাদের মত হও (ইব্রীয় ৬:১২)।

> যাঁরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলতেন তোমাদের সেই নেতাদের কথা মনে রেখো। তাঁদের জীবনের শেষ ফলের কথা ভাল করে চিন্তা কোরো এবং তাদের মত করে তোমরাও বিশ্বাস কোরো (ইব্রীয় ১৩:৭)।

এবং আমাদের বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে কাজ করে তাহলে অন্যরাও তা অনুসরণ করতে পারে।

আমাদেরকে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস রাখতে হবে (২ পিতর ১:৫-৮)। থিষলনীকীয়দের বিশ্বাসের বিষয় বলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাস এমন ছিল যা নিয়মিত "খুব বাড়ছে" (২ থিষলনীকীয় ১:৩)। এটি কিভাবে সম্ভব?

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আস্থা অর্জনের সাথে সাথে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আর এই বৃদ্ধি কেবল সম্ভব যখন আমরা প্রার্থনা, তার বাক্য পড়া ও তার কাজ আমাদের জীবনে দেখার মাধ্যমে তাকে আরো ভালো করে জানতে পারি। প্রতিবারেই আমারা যখন আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাই, বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে যখন আমরা ঈশ্বরের হাতের কাজ আর পরিচালনা উপলব্ধি করি, সেসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

জেনে রাখুন, আমরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলছি না- এটি এমন বিশ্বাস যার কোন প্রমান নেই। ঈশ্বর আমাদেরকে:

- তার অস্তিত্বের প্রমান দিয়েছেন। রোমীয় ১:১৯-২০
- তার বাক্য যে অনুপ্রাণিত তার প্রমান দিয়েছেন; অধ্যায় ২. বাইবেলে বিশ্বাস করার কারন দেখুন।
- তার সন্তান হিসেবে যত্ন করার প্রমান তিনি নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন: গীতসংহিতা ৩৪:৭; হিতোপদেশ ৩:৫-৬

ঈশ্বরের যে প্রমানগুলো আমাদের দেন আমাদের বিশ্বাসের গড়ে তোলার জন্য সেগুলো আমাদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

ভূল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা

মনে করুন দু'জন লোক পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তাদের দুজনেরই নিজ নিজ যন্ত্রপাতির উপর আস্থা আছে - একজনের যন্ত্রপাতি খারাপ হওয়ার কারনে সে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তবে অন্যজন সফলভাবে চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র বিশ্বাস আমাদের রক্ষা করতে পারে না, এই বিশ্বাস হতে হবে ঈশ্বরের সত্যের উপর স্থাপিত।

> স্বর্গে তোমাদের জন্য যা জমা করা আছে তা পাবার আশা থেকেই তোমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মেছে। যে সুখবর, অর্থাৎ সত্যের বাক্য তোমাদের কাছে পৌঁছেছে তার মধ্যেই তোমরা এই আশার কথা শুনেছ। এই সুখবর সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে ফল জন্মাচ্ছে এবং দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। যেদিন তোমরা এই সুখবর শুনেছ এবং ঈশ্বরের দয়ার কথা সত্যি করে জেনেছ সেই দিন থেকে তা তোমাদের মাঝে ঠিক সেভাবে কাজ করছে (কলসীয় ১:৫-৬)।

সারাংশ

বিশ্বাস থাকার মানে হল আমাদের আশা আছে তাতে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকা এবং যা দেখা যায় না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। বিশ্বাস আমাদেরকে সাহয্য করে:

- ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত এবং বাধ্য হতে;
- ঈশ্বরের সত্য শক্তভাবে আকড়ে ধরে থাকতে; এবং
- জনতে যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা একদিন পূর্ণ হবেই।

চিন্তার উদ্দীপক

১. ঈশ্বরের বলে যে একজন আছেন, তার সেই অস্তিত্ব যদি আমরা প্রমান করতে না পারি, তাহলে যারা (নিরীশ্বরবাদী বা) ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে তাদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বিতর্কে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে উচিত হবে? একজন নিরীশ্বরবদীর কি বিশ্বাস প্রয়োজন আছে?

২. আপনি কি কখনো আপনার বিশ্বাসের ক্ষমতা দ্বারা অবাক হয়েছেন?

৩. আপনি কি কখনো আপনার দূর্বল বিশ্বাসের কারনে কোন কিছুতে বিফল হয়েছেন?

৪. আপনি এখন পানির উপর দিয়ে হাটতে পারবেন (বা তা কি আপনার জন্য উচিত হবে)?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. আমাদের বিশ্বাসে সহযোগীতার জন্য বা তা গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর কি ভূমিকা পালন করে? আপনার উত্তরের সমর্থনে কিছু পদ খুজে বের করুন।

২. গলিয়াৎকে পরাজিত করার জন্য ঈশ্বর যে দাউদকে সাহয্য করবেন তার জন্য দাউদের কাছে কি প্রমান ছিল?

৩. যীশু বলেছেন, যার বিশ্বাস আছে সে যে কোন কিছু করতে পারবে, অথচ তার মহান বিশ্বাস আর প্রার্থনা সত্তেও তিনি নিজেকে ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া থেকে এড়াতে পারেননি। এটি দুটি বিষয় কি আসলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

৪. অব্রাহমকে বলা হয় "বিশ্বাসীদের পিতা" (রোমীয় ৪:১১ পদের ভিত্তিতে)। এমন কিছু উদাহরনের কথা ভেবে দেখুন যেখানে অব্রাহম অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস দেখিয়েছেন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *The genius of discipleship* লেখক Dennis Gillett (Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)। ৪-৬ অধ্যায়। ১৪ পৃষ্ঠা।
- *The mind of St Paul* লেখক William Barclay (William Collins Sons & Co. Ltd 9th impression,, কর্তৃক ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত)। ১২ অধ্যায় (১৬ পৃষ্ঠা)।

আরো দেখুন

২. বাইবেলে বিশ্বাস করার কারন

৬. ঈশ্বর কেমন

৯. প্রার্থনা

৪০. অব্রাহম এবং দাউদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

৫১. আত্মার ফল